গাংনীতে সাংবাদিকদের মানহানির অভিযোগ, থানায় অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাংবাদিকদের নামে ‘চাঁদাবাজি’ সংক্রান্ত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও প্রকাশের অভিযোগে দুইটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন সাংবাদিক মোঃ তোফায়েল হোসেন, সদস্য মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব ও গাংনী সংবাদ ফেসবুক পেজের সম্পাদক।

অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব, গাংনী প্রেস ক্লাব, গাংনী রিপোর্টার্স ক্লাব এবং মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের আরও কয়েকজন সাংবাদিকের স্বাক্ষর রয়েছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গত ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে কারাবন্দি রওশন মেলেটারির মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্বে মানববন্ধনের সংবাদ সংগ্রহ শেষে দুপুরের খাবারের জন্য গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম কিছু অর্থ সহায়তা দেন ।

এসময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি গোপনে ভিডিও ধারণ করে তা ফেসবুক পেজ “Shahidul Islam” ও “Gangnir Chokh (গাংনীর চোখ)”-এ প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ওই দুই পেজ থেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ‘চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগি’ শিরোনামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভিডিও পোস্ট করা হয়।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভিডিওগুলো প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকদের পেশাগত, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যার ফলে মানহানি ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়া অভিযুক্ত পেজগুলোর বিরুদ্ধে এবং ভিডিও কোথায় থেকে ধারণ করা হয়েছে, সরেজমিনে তদন্ত করে ধারণকারীর পরিচয় উদঘাটনপূর্বক

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জানান, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে এনসিপির কুতুবপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়নের রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি’র পিরোজপুর ও কুতুবপুর ইউনিয়নের সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকালে জেলা কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা এনসিপ’র যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় যুবশক্তির সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার সাজেদুর রহমান। সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা ও রাজনৈতিক কর্মশালা পরিচালনা করেন, জেলা এনসিপি’র সদস্য (সংগঠন/দপ্তর) মো: হাসনাত জামান সৈকত।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন এনসিপির আহ্বায়ক রেজাউল হক, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন এনসিপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো: পাইন আলী, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, শিক্ষক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

জেল এনসিপি’র সদস্য (অর্থ) তামিম ইসলাম, সদস্য (লিয়াজু) মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন, সদর উপজেলা এনসিপি’র সদস্য (প্রচার) মুহা: মুবারক হুসাইন, সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধা ইব্রাহিম হোসেনসহ কুতুবপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়ন এনসিপির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মশালায় জুলাই সনদ, গণভোট সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, নাগরিক অধিকার, জনগণের ক্ষমতায়ন ও স্বৈরাচারের পথ বন্ধে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এসময়

সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে তালাবদ্ধ ঘরে কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভিতর থেকে বিপ্লব হোসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপ্লব হোসেন বগুরা জেলার আশিরবাটি গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে কারখানার তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার অপর দুই সহযোগী বগুড়ার ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদুলের ছেলে মাসুদ ও নয়ন মিয়ার ছেলে নাহিদ পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি কারখানার মধ্যে মরদেহটি রয়েছে। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় এখনো মরদেহটি উদ্ধার করা যায়নি। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। সিআইডির টিম আসলে ঘরের তালাভেঙ্গে উদ্ধার করা হবে।

ওসি (তদন্ত) মামুন আরো জানান, বিপ্লব হোসেন ও তার অপর দুই সহযোগী ফতাইপুর গ্রামের রিকাত আলীর এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে কাঠের ফার্নিচার বানিয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। গত শনিবার নাদিম হোসেন বিপ্লব হোসেনের তিনটি ফার্নিচার মেশিন ও নগদ সাত হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। পরে মাসুদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেই বিপ্লব। মাসুদের সহযোগী নাহিদকে খুঁজে আনাররজন্য চাপ দেন। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে ওই দুই কর্মচারী।

মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনজুর আহমেদ গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

একই দিনে ৫ মামলায় ছয় আসামির কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে সড়ক পরিবহন আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দায়ের করা পাঁচটি মামলায় ছয় আসামিকে জেল-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।
প্রথম মামলায়, সড়ক পরিবহন আইনের মামলায় মো. রোকনুজ্জামান রোকনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, মাদক মামলায় মো. রুহুল আমিনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ছয় টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
তৃতীয়, মারধর মামলায় মো. শাফায়েত মোল্লাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ মামলায়, মারধর মামলায় মো. জুয়েল রানা ও মো. কিফাজ উদ্দিন কিপাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম মামলায়, হামলার মামলায় মো. আল মামুনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার নিহত

মেহেরপুরের আমদহে অ্যাড. কামরুল হাসানের লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারের অংশ হিসেবে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আমদহ বাজারে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, মীর ফারুক, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল বিশ্বাস, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, আমদহ ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপরে সাবেক জনপ্রতিনিধির হাতে নির্মাণ হচ্ছে পাঁচতলা ভবন

মেহেরপুর জেলা শহরের আদালতপাড়ায় একাই পাঁচতলা ভবনের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের এক সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. একরামুল হক। পেশায় সৌখিন রাজমিস্ত্রি হলেও এলাকাবাসীর চোখে তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, সমাজসেবক ও পরিশ্রমী নাগরিক।

বিনা পারিশ্রমিকে নিজের ওয়ার্ডের শতাধিক দুস্থ পরিবারের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি। দেশে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তি শ্রমিক ও মিস্ত্রি দুয়ের ভূমিকায় একাই বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। প্রতিদিনই অনেকে তার কাজ দেখতে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা একরামুল হক আদালতপাড়ায় নিজের জমিতে নির্মাণ করছেন একটি আধুনিক ভবন। ইতোমধ্যে পঞ্চম তলার ছাদ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে সেখানে ভাড়াটিয়াও উঠেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম তলার কাজ এখনও চলমান।

কোনো নির্মাণশ্রমিক ছাড়াই তিনি নিজেই এই ভবনের মিস্ত্রি ও সহকারী। টাইলসের কাজও করছেন নিজ হাতে। একাই সিমেন্ট-বালু মাখানো, মাথায় করে ইট তোলা, সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইটের পর ইট গাঁথা সবকিছুই তিনি করছেন একা।

প্রথম দিকে মাটি খোঁড়ার কাজে শ্রমিক নিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের দিনও কিছু অতিরিক্ত লোকবল নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। তবে বাকি সব কাজ নিজেই করছেন এই পরিশ্রমী মানুষটি। তার আশা, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুরো ভবন নির্মাণ শেষ করবেন।

ব্যক্তিজীবনে একরামুল হক একজন বহুমাত্রিক মানুষ কখনো কৃষক, কখনো নাট্যশিল্পী, আবার কখনো রাজমিস্ত্রি।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন ইউপি সদস্য হিসেবে। পরবর্তী নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেন।

জনপ্রতিনিধি থাকাকালে নিজ সম্মানী থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০টি গরিব পরিবারের গৃহকর পরিশোধ করেছেন।

গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবার ইট-বালু জোগাড় করতে পারলেও শ্রমিকের মজুরির অভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারত না। তখন একরামুল নিজেই মিস্ত্রি হিসেবে একা একা ৯৮টি ঘর নির্মাণ করে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। তার হাতে তৈরি সেই ঘরগুলো আজ নিরাপদ আশ্রয় অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের।

সহগল গ্রামের দরিদ্র আছিয়া খাতুন বলেন, গরু-ছাগল বিক্রি করে ঘর নির্মাণের চিন্তা করছিলাম। একরামুল ভাই এসে নিজের হাতে আমার জন্য ঘর তুলে দেন। তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি।

একই গ্রামের অতিদরিদ্র ওবাইদুল্লাহ আলম বলেন, একবার অগ্নিকাণ্ডে আমার মাটির ঘর পুড়ে যায়। তখন একরামুল মেম্বার নিজে ইট, টিন ও বাঁশ জোগাড় করে বিনা পারিশ্রমিকে ঘর তৈরি করে দেন। গ্রামের অনেকের ঘরই তিনি এমনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আদালতপাড়ায় প্রতিদিন নিজের ভবনে হাতুড়ি, কাঠ, সিমেন্ট ও বালুর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এই মানুষটি। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা তাকে এলাকার এক অনন্য অনুপ্রেরণায় পরিণত করেছে।

আদালতপাড়ায় গিয়ে দেখা যায় একরামুল মাথায় করে ইট তুলছেন পাঁচতলায়।

নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মুদি ব্যবসা করে। আমি বসে থাকতে পারি না। লেখাপড়া ছেড়ে সখের বসে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম। পারিশ্রমিক ছাড়াই দুস্থ মানুষের ঘর বানিয়ে দিতে আনন্দ পাই। প্রতিদিন ভোরে মেহেরপুরে এসে নিজের পাঁচতলা ভবনের কাজ করছি।

কাথুলী ইউনিয়নের কাঠ ব্যবসায়ী ওয়াহেদ হোসেন বলেন, একবার স্থানীয় একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দাবি করে

পুরস্কারটি একরামুল মেম্বারের হাত থেকেই নিতে চায়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ো, বড় হয়ে এই গ্রামটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলো। এখনো তিনি সেই আশায় বেঁচে আছেন।

কাথুলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বলেন, একরামুল ছিলেন একজন নির্লোভ ও মানবিক জনপ্রতিনিধি। মানুষের বিপদে তিনি পাহাড় হয়ে দাঁড়াতেন। তার ওয়ার্ডে তিনি প্রার্থী হলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেত না। তার কাজ ও চরিত্র সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য।

মেহেরপুরে উদীচী শিল্পিগোষ্ঠীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের আয়োজনে, মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদকের কার্যালয়ে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭.৩০ টার সময় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী’র ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাঃ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদুল ইসলাম কানন, আমজাদ হোসেন, সাবিনা খাতুন, মাহফুজ, রাজন, আঃ মতিন, রফিকুল ইসলাম, সজল, মনিরুল ইসলাম, আকিব সহ অনেকে।

মূল অনুষ্ঠানটি জেলা শিল্পকলা হলরুমে হবার কথা থাকলেও জাসাস নেতা বাকা বিল্লাহ (অ্যাডঃ কামরুল হাসান গ্রুপ)’র বাধা দেবার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসন শিল্পকলা হলরুমে অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন নাই। সে কারণে ব্যপক পরিসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয় নাই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]